প্রাক্‌কথন

সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের পদচারণা, একথা বোধহয় অত্যুক্তি নয়। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্রের সাবলীল কলমচালনা। কৈশোরে ঘনাদা সিরিজ কিংবা পরাশর বর্মার কাহিনি পড়ে, কৈশোর-উত্তর 'হানাবাড়ি' শীর্ষক ছায়াছবি দেখে অনেকেই বড় হয়ে উঠেছে। এমনকি গ্রামোফোনে ভেসে আসা — কাননবালা দেবীর গলায় পুরোনো দিনের গান — তাও শুনে একসময় বিস্মিত হয়েছি যে এরও গীতিকার প্রেমেন্দ্র মিত্র! আবার মৃণাল সেন পরিচালিত 'খণ্ডহর' সিনেমাটি দেখে জেনেছি এটি প্রেমেন্দ্রের বিখ্যাত ছোটগল্প 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' -এর রূপায়ণ। ক্রমে গল্পটি পড়ে মুগ্ধও হয়েছি। ক্রমশ, আরও বেশ কিছু রচনা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠি। এরপরে স্নাতক পর্যায়ে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় পাই —তাঁর 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যসংকলনের কবিতাগুলি পড়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্বে আমাদের পড়ানো হত— আরও অনেক লেখকের ছোটগল্পের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শৃঙ্খল' গল্পটিও। ক্রমে প্রেমেন্দ্রের বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভাণ্ডার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকি। স্নাতকোত্তর পর্বের শেষে অনেকবার এ নিয়ে আলোচনা হয় আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মঞ্জুলা বেরার সঙ্গে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিচিত্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর ছোটগল্প বিষয়ে গবেষণা করতে আমি আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রফেসর বেরা এব্যাপারে আমাকে অনুপ্রেরণা দেন। আমার উৎসাহ ও আগ্রহ এই গবেষণাকর্মের চূড়ান্তরূপ পায় মূলত তাঁরই উদ্যোগে। মঞ্জুলাদির সমস্ত প্রকার সাহায্যে জন্য, পরামর্শের জন্য, সাহচর্য ও অনুপ্রেরণার জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।

এরপরেই উল্লেখ করতে হয় তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় গ্রন্থাগারিক ডঃ দিলীপ দে -র কথা। গ্রন্থাগারিক হিসেবে তো বটেই, পড়াশুনার প্রতি নিবিড় আগ্রহবশত নানা আলোচনায়, ভাবনায়, তিনি আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য আমার কাছে স্মরণীয়। এছাড়াও শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ এবং পরবর্তীকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র মল্লিকের কাছে তাঁদের উদার সহযোগিতার জন্য আমি ঋণী। শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মীদের আন্তরিক সাহায্যের জন্য এবং কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের প্রতি আমার

গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের গ্রন্থাগার (শিলিগুড়ি শাখা), তুফানগঞ্জ রাজ রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, তুফানগঞ্জ এন.এন.এম. উচ্চ বিদ্যালয় -এর গ্রন্থাগার প্রভৃতির প্রতি। আমার পরিজন, বন্ধুরা ও আমার কর্মস্থল তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকর্মীরা, প্রত্যেকেই যেভাবে আমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন — সেজন্য তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে দ্রুত গবেষণাপত্রটি মুদ্রণের জন্য তুফানগঞ্জের ব্রাইট প্রিন্টার্স ও পার্থ প্রতিম রায়ের জন্য রইল ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও যাঁরা কোন না কোন ভাবে আমার এই কাজে আমাকে অনুপ্রেরণা দিলেন, অথচ স্মৃতিবিভ্রমে যাঁদের নাম অনুক্ত থেকে গেল — তাঁদের প্রতিও রইল আমার পরম কৃতজ্ঞতা।

— নবনীতা সান্যাল।

তুফানগঞ্জ (কোচবিহার)

২রা এপ্রিল, ২০০৯ (১৯শে চৈত্র, ১৪১৫)।